

এমিপ্রাইড

এমিসালপ্রাইড বিপি

উপাদান

এমিপ্রাইড ৫০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে এমিসালপ্রাইড বিপি ৫০ মিগ্রা।

এমিপ্রাইড ১০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে এমিসালপ্রাইড বিপি ১০০ মিগ্রা।

এমিপ্রাইড ২০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে এমিসালপ্রাইড বিপি ২০০ মিগ্রা।

এমিপ্রাইড ৪০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে এমিসালপ্রাইড বিপি ৪০০ মিগ্রা।

ফার্মাকোলজি

এমিসালপ্রাইড এন্টি-সাইকোটিক শ্রেণীর ঔষধের অন্তর্ভুক্ত যা সিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক সমস্যাজনিত রোগের উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করে। এমিসালপ্রাইড সূনির্দিষ্টভাবে মানুষের ডোপামিনারজিক ডি-২ এবং ডি-৩ রিসেপ্টর এর সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে, ডি-১, ডি-৪ এবং ডি-৫ রিসেপ্টরের প্রতি কোনো প্রকার আসক্তি ছাড়া। অন্যান্য ক্লাসিক্যাল ও এটিপিক্যাল নিউরোলেপটিকের বিপরীতে এমিসালপ্রাইড সেরোটোনিন, আলফা-এন্ডোরজিক, হিস্টামিন রিসেপ্টর, মাসকারিনিক রিসেপ্টর ও সিগমা সাইটের প্রতি কম আসক্তি প্রদর্শন করে। এটি ক্যাটালেঞ্জিক প্রভাবিত করে না এবং পুনঃপুনঃ ব্যবহারের পরও ডি-২ রিসেপ্টরে অতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে না। অধিকন্তু, এটি প্রাণিকার্যভিত্তিকভাবে প্রি-সিন্যাপটিক ডোপামিন নিঃসরণ এর জন্য দায়ী ডি-২/ডি-৩ ডোপামিন রিসেপ্টরকে বাঁধা দেয়, যা ইহার প্রতিরোধ মূলক প্রভাবের জন্য দায়ী।

নির্দেশনা

এমিসালপ্রাইড তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী সিজোফ্রেনিক ব্যাধি এর চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত হয়, যার মধ্যে ইতিবাচক লক্ষণগুলি (যেমন বিক্রম, হ্যালুসিনেশন, চিন্তার ব্যাধি) এবং/বা নেতিবাচক লক্ষণগুলি (যেমন বিশ্বাস্তি, অনুভূতিহীনতা এবং সামাজিক প্রত্যাহার) বিশিষ্ট, রোগীদের দ্বারা চিহ্নিত প্রধান নেতিবাচক লক্ষণ।

মাত্রা ও সেবন বিধি

তীব্র মনস্তাত্তিক পর্বলতার জন্য, মৌখিকভাবে ৪০০ মিগ্রা থেকে ৮০০ মিগ্রা এর ঔষধ সেবন করা বাঞ্ছনীয়। পৃথক ক্ষেত্রে, দৈনিক সেবন মাত্রা ১২০০ মিগ্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। দৈনিক ৮০০ মিগ্রা এর উপরে মাত্রার ঔষধ সেবন নিম্ন মাত্রার ঔষধের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো প্রমাণিত হয়নি বরঞ্চ প্রতিকূল ঘটনার প্রকোপ বাড়তে পারে। এমিসালপ্রাইডের দ্বারা চিকিৎসা শুরু করার সময় কোনও নির্দিষ্ট মাত্রার ঔষধ টাইট্রেশনের প্রয়োজন নেই। ঔষধের মাত্রা পৃথক প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সমন্বয় করা উচিত। নির্দিষ্ট মাত্রার ঔষধ খাওয়ার আগে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। মিশ্র পজেটিভ এবং নেগেটিভ লক্ষণযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে, পজেটিভ লক্ষণগুলির সর্বোত্তম নিয়ন্ত্রণ পেতে ঔষধ মাত্রা সমন্বয় করা উচিত। সর্বনিম্ন কার্যকর ঔষধ সেবন মাত্রা দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ চিকিৎসার মাত্রা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। প্রধানত নেতিবাচক লক্ষণগুলির দ্বারা চিহ্নিত রোগীদের ক্ষেত্রে, দৈনিক ৫০ মিগ্রা থেকে ৩০০ মিগ্রা এর মাত্রার মধ্যে মৌখিক ভাবে ঔষধ দেওয়া উচিত। ঔষধের মাত্রা পৃথকভাবে সমন্বয় করা উচিত।

শিশু এবং কিশোরদের ব্যবহার বিধি

১৮ বছরের কম বয়সী শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এমিসালপ্রাইডের কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদি একেবারে প্রয়োজন হয়, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা অবশ্যই অভিজ্ঞ একজন চিকিৎসক দ্বারা শুরু করা উচিত।

কিডনিতে সমস্যাজনিত রোগীর ক্ষেত্রে

কম মাত্রার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হয়। কিডনির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অর্ধেক বা তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্রার ঔষধ দেয়া যাতে পারে।

রেনাল অগ্রতুলতা

এমিসালপ্রাইডের নিঃসরণ কিডনী দ্বারা হয়। রেনাল ইনসার্ফিসিয়েলি সমস্যাজনিত রোগীর ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যদি ৩০-৬০মিলি/মিনিট হয় তবে সেবন মাত্রা অর্ধেক আর যদি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যদি ১০-৩০ মিলি/মিনিট হয় তবে সেবন মাত্রা এক-তৃতীয়াংশ করতে হয়। যেহেতু গুরুতর রেনাল বৈকল্য রোগীদের মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহারের কোনো অভিজ্ঞতা নেই (সিআরসিএল < ১০ মিলি/মিনিট), এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন বাঞ্ছনীয়।

হেপাটিক অগ্রতুলতা

যেহেতু এমিসালপ্রাইড দুর্বলভাবে বিপাকযুক্ত, তাই এটির সেবন মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন হয় না।

প্রতি নির্দেশনা

এমিসালপ্রাইডের সক্রিয় উপাদান বা এর অন্যান্য উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে এটি প্রতি নির্দেশিত। একযোগে প্রোল্যাক্টিন-নির্ভর ডিউমার, উদাঃ পিউইটারি গ্রন্থি প্রোল্যাক্টিনোমাস এবং স্তনের ক্যান্সার থাকলে এটি প্রতি নির্দেশিত। এছাড়া এটি ফ্যাক্রমোসাইটোমা, শিশুদের বয়ঃসন্ধি কালের পূর্ব পর্যন্ত, গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান কালেও প্রতি নির্দেশিত। নিম্নোক্ত ঔষধ গুলোর সাথে এমিসালপ্রাইড দেওয়া প্রতি নির্দেশিত-

ক্লাস-১এঃ এন্টি-এরাইথম্যাটিক শ্রেণীর ঔষধ যেমন কুইনিডিন এবং ডিসোপাইরেমাইড।

ক্লাস-৩ঃ এন্টি-এরাইথম্যাটিক শ্রেণীর ঔষধ যেমন এমিওডারোন এবং সোটালল।

অন্যান্য ঔষধ যেমন- বেপ্রিডিল, সিসাপ্রাইড, সুলটোপ্রাইড, থায়োরিজলিন, মিথাডোন, ইন্ট্রাভেনাস ইরাইথ্রোমাইসিন এবং ভিনকামাইন, হ্যালোফাটিন, পেটামিডিন, স্পারফ্রোজাসিন এবং লেভোডোপা।

হেপাটিক বৈকল্যজনিত সমস্যায় এমিসালপ্রাইড এর বিপাকের উপর এই রোগের প্রভাব থাকার কারণে প্রতিকূল ঘটনার সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে এমিসালপ্রাইড প্রতি নির্দেশিত হতে পারে।

সাবধানতা ও সতর্কতা

নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম (এনএমএস) একটি সম্ভাব্য মারাত্মক সিনড্রোম যা এমিসালপ্রাইড সহ অন্যান্য এন্টি-সাইকোটিক ঔষধগুলি ব্যবহারের ফলে হতে পারে। নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম হাইপারথার্মিয়া, পেশীগুলির অনমনীয়তা, স্বাভাবিক অন্ত্রীয়শীলতা এবং ক্রমবর্ধমান সি.পি.কে দ্বারা চিহ্নিত হয়। উচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের ফলে

এন.এম.এস হতে পারে এমন কোনো লক্ষণ দেখা দিলে এমিসালপ্রাইড সহ সমস্ত এন্টি-সাইকোটিক ঔষধ বন্ধ করা উচিত। এমিসালপ্রাইড যিঁচুণী মাত্রা কমাতে পারে। সুতরাং যিঁচুণী আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে এমিসালপ্রাইড ব্যবহারের সময় নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

এন্টি-সাইকোটিক ঔষধগুলির উচ্চতর মাত্রার সেবন বন্ধ করার ফলে প্রত্যাহারজনিত লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এমিসালপ্রাইডের ব্যবহারের ফলে অনিয়ন্ত্রিত অসৈদ্ধিক চলাচল সংক্রান্ত সমস্যা (যেমন-একার্থিসিয়া, ডিস্টোনিয়া এবং ডিস্কাইনেসিয়া) হতে পারে বলে জানা গেছে। সুতরাং, এমিসালপ্রাইডকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এমিসালপ্রাইড প্রাজমা থোল্যাকটিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে গ্যালাক্টোরিয়া, আমেনোরিয়া, গাইনায়োকোমাস্টিয়া, স্তনের ব্যথা, প্রচলিত উত্তেজনাজনিত কর্মহীনতা এবং পুরুষত্বহীনতা হতে পারে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

খুব সাধারণ (১০ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি লোককে প্রভাবিত করতে পারে) যেমন-কাঁপুনি, পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া বা কৌচকানো, বীর গতিবেগ, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লালা তৈরি করে বা অস্থিরতা বোধ। সাধারণ (১০ জনের মধ্যে ১ জন পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে) যেমন- রোগী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এমন চলাচলজনিত সমস্যা, প্রধানত মাথা, ঘাড়, চোয়াল বা চোবের। অপ্রচলিত (১০০ জনের মধ্যে ১ জন পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে) যেমন- যেসব চলাচল সংক্রান্ত সমস্যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, প্রধানত মুখ এবং জিহ্বা, অস্টিওপোরোসিস (যখন আপনার হাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি) বা অস্টিওপেনিয়া (হাড় দুর্বল হওয়া), অ্যাসপায়ারেশন নিউমোনিয়া (এক ধরণের ফুসফুসের সংক্রমণ যা ঘটে যখন খাদ্য, লালা, তরল বা বমি খাদ্যনালী এবং পাকস্থলির পরিবর্তে ফুসফুস বা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে)।

অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণ (১০ জনের মধ্যে ১ জন পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে) যেমন- ঘুমাতে অসুবিধা (অনিদ্রা) বা উদ্বেগ অনুভব করা, নিদ্রাহীন বা নিদ্রা অনুভব করা, কোষ্ঠকাঠিন্য বোধ করা বা অসুস্থ হওয়া, শুষ্ক মুখ, ওজন রাখা, নিম্ন রক্তচাপ, মাথা ঘোরা, প্রচলিত উত্তেজনা পৌঁছাতে অসুবিধা, ঝাপসা দৃষ্টি, প্রোল্যাকটিনের রক্তের মাত্রা বৃদ্ধি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

গর্ভাবস্থায়

মানুষের গর্ভাবস্থাকালীন সময়ে এমিসালপ্রাইড ব্যবহারের সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তাই গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান সম্ভব্যা নারী যদি কার্যকর গর্ভনিরোধক ব্যবহার না করে, এদের ক্ষেত্রে এমিসালপ্রাইডের ব্যবহার নির্দেশিত নয় যদি না এর কার্যকারিতা গুলো সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি থেকে বেশি হয় এবং ঔষধ সেবন মাত্রা ও চিকিৎসার সময়কাল যতটা সম্ভব কম এবং স্বাক্ষম্পূ হওয়া উচিত।

স্তন্যদানকালে

এমিসালপ্রাইড দিয়ে চিকিৎসা করা মহিলাদের বুকের দুধে এর উপাদান পাওয়া গিয়েছে বলে বুকের দুধ খাওয়ানো রোগীদের ক্ষেত্রে এটি প্রতি নির্দেশিত।

ঔষধ আন্তঃক্রিয়া

এই ঔষধ সেবন করার সময় অ্যালকোহল গ্রহণের ফলে সিএনএস ডিপ্রেশন হতে পারে, যা বিস্মৃতি, মনোযোগের অভাব, উদ্বেগ, মন খারাপ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত হয়। তাই এই ঔষধটি গ্রহণ করার সময় অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এতে বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান। ঔষধের আন্তঃক্রিয়া ডিলটিয়ামজ, প্রিগাবালিন, ট্রামাডল, অ্যামিওডারন, কুইনিডিন, ব্রোমোক্রিপ্টিন এবং রোপিনিরোলের সাথে এমিসালপ্রাইড এর ব্যবহারে হতে পারে।

অন্যান্য এন্টি-সাইকোটিকসের সাথে এমিসালপ্রাইডের ব্যবহার নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এমিসালপ্রাইড এবং ক্লোজাপাইন এক সাথে ব্যবহারের ফলে এমিসালপ্রাইডের প্রাজমা মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এমিসালপ্রাইড নিম্নলিখিত ঔষধের প্রভাব বাড়িয়ে তুলতে পারে:

১. সিএনএস ডিপ্রেশনেট ঔষধ গুলো যেমন- নারকোটিকস, এনেস্থেটিকস, এনালজেসিকস, সিডেটিভ, এইচ-১ এন্টি-হিস্টামিন, বার্বিচুরেটস, বেনজোডায়াজেপাইনস এবং অন্যান্য এনজিওলাইটিক ঔষধ, ক্লোনিডিন এবং ডেরাইভেডেটস সহ।

২. এন্টি-হাইপারটেনসিভ ঔষধ এবং অন্যান্য হাইপোটেনসিভ ঔষধ।

মাত্রাধিক্য

অতিরিক্ত মাত্রায় এমিসালপ্রাইড ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সীমিত। এমিসালপ্রাইডের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রভাব বর্ণিত রয়েছে এর মধ্যে ঝিমুনি, অসন্মতা, হাইপোটেনশন, এক্সট্রাপিরামিডাল লক্ষণ এবং কোমা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মারাত্মক ফলাফলগুলি মূলত অন্যান্য সাইকোট্রপিক এজেন্টগুলির সাথে একসাথে ব্যবহারের ফলে হয়ে থাকে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা (৩০°সেলসিয়াস এর নিচে) ও শুকনো স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

এমিপ্রাইড ৫০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে অ্যালু-অ্যালু ক্লিস্টার প্যাকে ৩০টি ট্যাবলেট।

এমিপ্রাইড ১০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে অ্যালু-অ্যালু ক্লিস্টার প্যাকে ২০টি ট্যাবলেট।

এমিপ্রাইড ২০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে অ্যালু-অ্যালু ক্লিস্টার প্যাকে ২০টি ট্যাবলেট।

এমিপ্রাইড ৪০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে অ্যালু-অ্যালু ক্লিস্টার প্যাকে ২০টি ট্যাবলেট।

প্রস্তুতকারক

বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ পিএলসি

ভালুকা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

Amipride

Amisulpride BP

Composition

Amipride 50 Tablet: Each tablet contains Amisulpride BP 50 mg.

Amipride 100 Tablet: Each tablet contains Amisulpride BP 100 mg.

Amipride 200 Tablet: Each tablet contains Amisulpride BP 200 mg.

Amipride 400 Tablet: Each film coated tablet contains Amisulpride BP 400 mg.

Pharmacology

Amisulpride belongs to a group of medicines called antipsychotics, which help to control the symptoms of a mental illness called schizophrenia. Amisulpride binds selectively to the human dopaminergic D2 and D3 receptor without any affinity for D1, D4 and D5 receptor subtypes. Unlike classical and atypical neuroleptics, Amisulpride displays low affinity for serotonin, α -adrenergic, histamine receptor subtypes, muscarinic receptors and sigma sites. In addition, it does not induce catalepsy and it does not produce D2 hypersensitivity after repeated treatment. Moreover, it preferentially blocks pre-synaptic D2/D3 dopamine receptors, producing dopamine release responsible for its disinhibitory effects.

Indication

Amisulpride is indicated for the treatment of acute and chronic schizophrenic disorders, in which positive symptoms (such as delusions, hallucinations, thought disorders) and/or negative symptoms (such as blunted affect, emotional and social withdrawal) are prominent, including patients characterized by predominant negative symptoms.

Dosage & Administration

For acute psychotic episodes, oral doses between 400 mg/d and 800 mg/d are recommended. In individual cases, the daily dose may be increased up to 1200 mg/d. Doses above 800 mg/d have not been shown to be superior to lower doses and may increase the incidence of adverse events. No specific titration is required when initiating the treatment with Amisulpride. Doses should be adjusted according to individual response.

Doses should preferably be administered before meals. For patients with mixed positive and negative symptoms, doses should be adjusted to obtain optimal control of positive symptoms. Maintenance treatment should be established individually with the minimally effective dose. For patients characterized by predominant negative symptoms, oral doses between 50 mg/d and 300 mg/d are recommended. Doses should be adjusted individually.

Use in children and adolescents:

Efficacy and safety of Amisulpride in children and adolescents under 18 years of age have not been established. If absolutely required, treatment of adolescents from 15 to 18 years of age must be initiated and performed by a physician experienced in treating schizophrenia in this age group.

Patients with kidney problems

Treatment should be given at a lower dose. This may be half or a third of the usual daily dose, depending on how well your kidneys are working.

Renal Insufficiency

Amisulpride is eliminated by the renal route. In renal insufficiency, the dose should be reduced to half in patients with creatinine clearance (CRCL) between 30-60 mL/min and to a third in patients with CRCL between 10-30 mL/min. As there is no experience in patients with severe renal impairment (CRCL < 10 mL/min) particular care is recommended in these patients.

Hepatic Insufficiency

Since Amisulpride is weakly metabolised, a dosage reduction should not be necessary.

Contraindication

Amisulpride is contraindicated if hypersensitivity to the active ingredient or to other ingredients of the drug occurs. Concomitant prolactin-dependent tumours, e.g. pituitary gland prolactinomas and breast cancer. It is also contraindicated in phaeochromocytoma, children up to puberty, pregnancy & lactation. In combination with the following medication:

Class-Ia anti-arrhythmic agents such as quinidine and disopyramide

Class-III anti-arrhythmic agents such as amiodarone and sotalol

Other medications such as bepridil, cisapride, sultopride, thioridazine, methadone, intravenous erythromycin, intravenous vincamine, halofantrine, pentamidine, sparfloracin & Levodopa. In hepatic impairment, Amisulpride may be contraindicated to avoid the possible risk of adverse events due to an influence of the disease on Amisulpride metabolism.

Warning & Precaution

Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) is a potentially fatal syndrome that has been reported in association with anti-psychotic medicines, including Amisulpride. Neuroleptic malignant syndrome is characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, and elevated CPK, may occur. In the event of any symptoms

which could suggest NMS particularly with high daily doses, all antipsychotic medicines including Amisulpride should be discontinued.

Amisulpride can lower the seizure threshold. Therefore patients with a history of seizures should be closely monitored during Amisulpride therapy.

Withdrawal symptoms have been described after abrupt cessation of high therapeutic doses of antipsychotic drugs. The emergence of involuntary movement disorders (such as akathisia, dystonia and dyskinesia) has been reported with Amisulpride. Therefore, gradual withdrawal of Amisulpride is advisable. Amisulpride causes an increase in plasma prolactin levels. This may result in galactorrhoea, amenorrhoea, gynaecomastia, breast pain, orgasmic dysfunction and impotence.

Side Effects

Very common (may affect more than 1 in 10 people) e.g. Trembling, muscle stiffness or spasm, slow movement, producing more saliva than usual or feeling restless.

Common (may affect up to 1 in 10 people) e.g. Movements that patient cannot control, mainly of the head, neck, jaw or eyes.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people),- Movements that you cannot control, mainly of the face or tongue, Osteoporosis (condition, when your bones are more likely to break) or osteopenia (bone weakening), Aspiration pneumonia (a type of lung infection that occurs when food, saliva, liquids, or vomit is breathed into the lungs or airways leading to the lungs, instead of being swallowed into the esophagus and stomach

Other side effects include

Common (may affect up to 1 in 10 people) e.g. difficulty sleeping (insomnia) or feeling anxious or agitated, feeling drowsy or sleepy, Constipation, feeling or being sick, dry mouth, putting on weight, low blood pressure, dizziness, difficulty reaching orgasm, blurred vision, Increased blood levels of prolactin.

Use in Pregnancy & Lactation

Pregnancy

The safety of Amisulpride during human pregnancy has not been established, and therefore use of Amisulpride is not recommended during pregnancy and in women of child bearing potential not using effective contraception, unless the benefits justify the potential risks and the administered dose and duration of treatment should be as low and as short as possible.

Lactation

Amisulpride has been found in breast milk of treated women. Breast-feeding is contraindicated.

Drug interactions

Consumption of alcohol while taking this medicine can cause CNS depression characterized by confusion, lack of focus, anxiety, drowsiness etc. As the risk of adverse effects are increasingly high while the uptake of alcohol along with Amisulpride, so uptake of alcohol while taking this medicine should be avoided. Drug Interaction may occur with Diltiazem, Pregabalin, Tramadol, Amiodarone, Quinidine, Bromocriptine & Ropinirole. Concomitant use of Amisulpride with other anti-psychotics may increase the risk of developing neuroleptic malignant syndrome. Co-administration of Amisulpride and clozapine may lead to an increase in plasma levels of Amisulpride. Amisulpride may enhance the effects of the following medicines:

1. CNS depressants including narcotics, anaesthetics, analgesics, sedative H1-antihistamines, barbiturates, benzodiazepines and other anxiolytic medicines, clonidine and derivatives.

2. Antihypertensive medicines and other hypotensive medications.

Overdose

Experience with Amisulpride in overdosage is limited. Exaggeration of the known pharmacological and adverse effects of Amisulpride have been reported. These may include drowsiness, sedation, hypotension, extrapyramidal symptoms and coma.

Fatal outcomes have been reported mainly in combination with other psychotropic agents.

Storage

Store in a cool (below 30°C) and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

Packing

Amipride 50 Tablet: Each commercial box contains 30 tablets in Alu-Alu blister pack.

Amipride 100 Tablet: Each commercial box contains 20 tablets in Alu-Alu blister pack.

Amipride 200 Tablet: Each commercial box contains 20 tablets in Alu-Alu blister pack.

Amipride 400 Tablet: Each commercial box contains 20 tablets in Alu-Alu blister pack.

Manufactured By

BEACON[®]

Pharmaceuticals PLC

Bhaluka, Mymensingh, Bangladesh